কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ- মাননীয় বিচারপতি অমৃতা সিনহা

<u>২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২২৩৩৪</u>

সুপ্রিয়া শিট

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

রিট আবেদনকারীর পক্ষেঃ -শ্রী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ,উকিল

শ্রী পিন্টু কারার,উকিল

শ্রী সাবাব উদ্দিন নস্কর, উকিল

শ্রীমতী সায়ানী মান্না, উকিল

রাজ্যের জন্যঃ - শ্রী অমল কুমার সেন, এল. ডি. এ. জি. পি.

শ্রীমতী সাহিনা সুমি, উকিল

শুনানি শেষ হয়েছে- ২৯.০৯.২০২৩

রায় - ১৮.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি অমৃতা সিনহা :-</u>

আবেদনকারী একজন সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী যিনি ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং তাকে প্রত্যাবর্তিত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আসনটি তফসিলি জাতি শ্রেণীর সদস্যের জন্য সংরক্ষিত। আবেদনকারী ছাড়া নির্বাচিত সদস্যদের কেউই সংরক্ষিত শ্রেণীর নন।

প্রধানের নির্বাচনের দিন পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করা যায়নি কারণ প্রধানের আসনের জন্য কেউ আবেদনকারীর নাম প্রস্তাব করেনি।

আবেদনকারীর যুক্তি, যেহেতু তিনি একমাত্র সংরক্ষিত শ্রেণীর সদস্য, এবং তাই, তাঁর নাম প্রস্তাবিত হোক বা না হোক, তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান পদের জন্য নির্বাচিত করা উচিত। আবেদনকারীকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

রাজ্যের উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী একজন বিজ্ঞ আইনজীবী ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার পেয়েছেন (সংক্ষেপে "বি. ডি. ও") এগ্রা - ১ থেকে নির্দেশনা,

ডেভেলপমেন্ট ব্লক। নির্দেশ থেকে জানা যায় যে, বৈঠকের তারিখে সরাসরি নির্বাচিত সাতজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা রেজোলিউশন বইয়ে তাঁদের স্বাক্ষর জমা দিয়েছিলেন। কোরাম সম্পন্ন হওয়ার পর, সভার কার্যধারা শুরু হয়। প্রিসাইডিং অফিসার সমস্ত নির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। প্রধানের নির্বাচনের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার সাতজন সদস্যকে প্রধানের নির্বাচনের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করার আহ্বান জানান। প্রধানের পদের জন্য কেউই কোনও প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করেননি। সুতরাং, প্রধানের পদে নির্বাচন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। উপ-প্রধানের নির্বাচন অবশ্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্ধারিত নির্দেশিকা।

প্রিসাইডিং অফিসার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংবিধান) বিধি, ১৯৭৫ এর বিধি ৩(৭)(ক)(ii) এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক জারি করা ২৭শে জুলাই, ২০২৩ তারিখের আদেশ নং ৪৪৮১(২২/পিএন/ও/আই/১ই-০৩/২০২৩) এর উপর নির্ভর করেন, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রধানের পদে নির্বাচনের জন্য, সংরক্ষণ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। সাধারণত, প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় না, যদি না এটি অন্য কোনও সদস্য দ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু, যখন একটি পদ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে কেবলমাত্র একজন সদস্য নির্বাচিত হন এবং অন্য কোনও বিভাগ বা অসংরক্ষিত বিভাগ থেকে নির্বাচিত অন্য কোনও সদস্যকে এই পদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব করা হয় না, তখন নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচিত সদস্যের প্রস্তাব অন্য কোনও সদস্য দ্বারা সমর্থন করার প্রয়োজন হবে না এবং প্রস্তাবিত হওয়ার পরে তাকে প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘোষণা করা যেতে পারে।

যেহেতু উপরোক্ত বিধান অনুসারে প্রধান পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থীর পক্ষে একজন প্রস্তাবক প্রয়োজন এবং যেহেতু কেউই প্রধান পদের জন্য কোনও নাম প্রস্তাব করেননি, তাই বিডিও পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ চেয়েছেন।

বিডিও কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট প্রশ্ন ছিল, যেখানে প্রধানের আসন সংরক্ষিত, সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাবক কি বাধ্যতামূলক? যদি অন্য কোনও প্রস্তাবক তার নাম প্রস্তাব না করেন, তাহলে প্রধানের পদ সংরক্ষিত, সেই ক্ষেত্রে কোনও সদস্য কি তার নিজের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন? যদি প্রস্তাবক বাধ্যতামূলক হয় এবং সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী নিজের নাম প্রস্তাব করতে না পারেন এবং অন্য কোনও প্রস্তাবক না থাকে, তাহলে প্রধানের পদে নির্বাচনের পদ্ধতি কী হবে?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে, জেলা পঞ্চায়েত গ্রামীণ উন্নয়ন আধিকারিক পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ৭ই আগস্ট, ২০১৩ তারিখের একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৭৫ সালের বিদ্যমান নিয়মে পঞ্চায়েত সংস্থার কোনও সদস্যকে নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব দেওয়ার কোনও বিধান নেই প্রধান, উপ-প্রধান, সভাপতি, সহকারী সভাপতির কার্যালয়ে।

জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন কর্মকর্তা কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন কর্তৃক ১০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের স্মারকলিপিটিও প্রেরণ করেছেন যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি কোনও কারণে প্রধানের পদে নির্বাচনের পদ্ধতি পালন করা না যায়, তাহলে যুগ্ম সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ২৭ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের চিঠি নং ৩৮১৬/পিএন/ও/আই/১এ-৬/০৫-এ বর্ণিত স্পষ্টীকরণ অনুসরণ করতে হবে।

২৭শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি কেউ প্রধান নির্বাচনের জন্য কোনও নাম প্রস্তাব না করে তবে নির্বাচন স্থগিত থাকবে এবং উপ-প্রধান প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। ২৭শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখের চিঠিতে উল্লিখিত আদেশের উপর নির্ভর করে প্রিসাইডিং অফিসার অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রধান নির্বাচন স্থগিত করেছেন।

রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে উক্ত পঞ্চায়েতে একটি অচলাবস্থা বিরাজ করছে এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

আমি উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়ার কথা শুনেছি এবং তাদের দ্বারা নির্ভর করা নথিগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বিষয়ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত সদস্যের মধ্যে, সাধারণ বিভাগের ছয়জন সদস্যই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য, যেখানে সংরক্ষিত বিভাগের একজন সদস্য প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সদস্য। ছয় সদস্যের কেউই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সদস্যের প্রধান পদে থাকার জন্য উন্মুক্ত নন। এই কারণেই কেউই আবেদনকারীর নাম প্রস্তাব করেননি, যিনি প্রধান পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য একমাত্র সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী।

ভারতীয় সংবিধানের ২৪৩(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুসারে 'পঞ্চায়েত' বলতে গ্রামীণ এলাকার জন্য ২৪৩খ অনুচ্ছেদের অধীনে গঠিত স্ব-শাসনের একটি প্রতিষ্ঠান (যে নামেই ডাকা হোক না কেন) বোঝায়। সংবিধানের ২৪৩গ অনুচ্ছেদে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি স্ব-শাসনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জন্য এবং এই আইনে পঞ্চায়েতের উপর ক্ষমতা এবং দায়িত্বের বিবর্তনের বিধান থাকতে পারে, যদি নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে। পঞ্চায়েত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য তাদের উপর অর্পিত পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়ী। ২৪৩হ অনুচ্ছেদ পঞ্চায়েতগুলিকে কর এবং তহবিল আরোপের ক্ষমতা প্রদান করে। পঞ্চায়েত নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে পদ্ধতি অনুসারে এই ধরনের কর, শুল্ক, টোল এবং ফি আদায়, সংগ্রহ এবং উপযুক্ত করার জন্য অনুমোদিত।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ প্রণয়ন করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতগুলির কার্যক্রম পুনর্গঠন, শক্তিশালীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য যাতে তারা স্ব-শাসনের একক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং প্রচেষ্টা চালাতে পারে সামাজিক উন্নয়নের

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং প্রদান করা এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য।

উপরোক্ত আইনের ধারা ৯-এ প্রধান ও উপ-প্রধানের বিধান রয়েছে। ধারা ৯(১) অনুসারে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, তার প্রথম সভায়, যেখানে কোরাম উপস্থিত থাকবে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তার সদস্যদের মধ্যে একজনকে প্রধান এবং অন্য একজনকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করবে। প্রধান ও উপ-প্রধানের পদ সংরক্ষণের বিধান রয়েছে।

আইনের ১৯ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ২০ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তান্তরিত কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, ২১ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, ২১ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিপূরক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার ২০ এবং ২১ ধারার অধীনে কার্য সম্পাদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে তহবিল সরবরাহ করে।

উপরোক্ত বিধানগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দেয়। পঞ্চায়েতের নির্বাচনী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরণের দায়িত্ব পালনের জন্য পঞ্চায়েতের কাজ করা হয়। এর অর্থ হল পঞ্চায়েত একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত সংস্থা এবং এর সকল সদস্যের সহায়তায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করার কথা। প্রধান হলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সদস্য। প্রধানকে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে এটি সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিযোগ এবং সমস্যাগুলি প্রধান সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা সমাধান করা প্রয়োজন। পঞ্চায়েত হল প্রধানের নেতৃত্বে একটি সম্মিলিত সংস্থা।

এই ক্ষেত্রে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা প্রধান নির্বাচনের জন্য ঐকমত্য তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রধানের পদটি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত; সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হওয়ায় তফসিলি শ্রেণীর প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে অনিচ্ছুক। প্রধানের অনুপস্থিতিতে নির্বাচনী এলাকার সদস্য/নির্বাচকরা সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। যদিও উপ-প্রধান প্রধানের দায়িত্বে থাকেন, কিন্তু উপ-প্রধান চিরকাল প্রধানের দায়িত্বে থাকবেন বলে আশা করা যায় না। এমন একটি বিকল্প পরিকল্পনা করতে হবে যাতে একজন নির্বাচিত সদস্য প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আজ পর্যন্ত একটি অচলাবস্থা বিরাজ করছে এবং প্রিজাইডিং অফিসার প্রধান নির্বাচনের জন্য সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছেন।

আইনে স্পষ্টভাবে বলা নেই যে উক্ত সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী নিজেকে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করার প্রস্তাব দিতে পারবেন কিনা। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসগুলিতে নির্বাচনের জন্য একটি প্রস্তাব প্রয়োজন। নির্দেশিকাগুলি স্পষ্ট করে বলে যে সংরক্ষণ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। যদি সরকারের নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে প্রধানের পদটি তফসিলি জাতি শ্রেণীর যেকোনো নির্বাচিত সদস্য দ্বারা পূরণ করতে হবে এবং একই সাথে উক্ত নির্বাচিত সদস্যকে অন্য যেকোনো নির্বাচিত সদস্য দ্বারা প্রস্তাব করতে হবে।

‘প্রস্তাব’ শব্দটির অভিধানিক অর্থ হল প্রস্তাব করা বা পরামর্শ দেওয়া। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা স্ব-প্রস্তাবকারীকে নিষিদ্ধ করে না। যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যোগ্য একজন নির্বাচিত প্রার্থী, প্রস্তাবকের অনুপস্থিতিতে, পঞ্চায়েতের যেকোনো পদে নির্বাচনের জন্য তার নাম প্রস্তাব করতে পারেন। নির্দেশিকাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আসনটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং উক্ত প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যেতে পারে, তাহলে প্রস্তাবটি অন্য কোনও সদস্যের দ্বারা সমর্থন করার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত পদ ধারণের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীর একমাত্র নির্বাচিত সদস্যের নাম প্রস্তাব না করে, তাহলে কেন উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি ব্যবহার করা যাবে না তার কোনও কারণ নেই।

একমাত্র সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী সদস্য কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত (গুলি) ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা গ্রহণ করা হবে না এবং বিষয়গুলি এতটাই প্রসারিত হতে পারে যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্ম অকার্যকর হয়ে পড়বে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ঐক্যমত্যে পৌঁছান এবং সর্বসম্মতিক্রমে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীকে তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা উপেক্ষা করে নির্বাচিত করেন, তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত সুষ্ঠুভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে কিন্তু যদি পরিস্থিতি বিপরীত হয়, তাহলে নির্বাচিত সদস্যরা প্রধানের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধিতা করবেন। একটি অকার্যকর বা অকার্যকর গ্রাম পঞ্চায়েত কারও উপকারে আসবে না।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইন, ২০০৩-এর নিয়ম ২০-এ একটি ছাড় দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রধানের পদ পূরণের জন্য সংরক্ষিত বিভাগের ব্যক্তিদের অনুপলব্ধতার ক্ষেত্রে, সেই সংরক্ষিত বিভাগের কোনও ব্যক্তিকে প্রতিশ্রুতির শপথ নেওয়ার পরে সেই পদ পূরণ করার জন্য সহ-নির্বাচিত করা যেতে পারে এবং এইভাবে সহ-নির্বাচিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত -এর বিরুদ্ধে সেই পদের বিষয়ে তাঁর সহ-বিকল্পের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচিত হতে হবে সেই সংস্থার নৈমিত্তিক শূন্যপদ।

যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান এমন হয় যে প্রধান নির্বাচিত হতে পারেন না, তাহলে সমবায়ের বিধান ব্যবহার করা যেতে পারে। সমবায়ের বিধান ব্যবহার করার মূল ধারণা হল প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার প্রধান নির্বাচন করা, অন্যথায় পঞ্চায়েতের সামগ্রিক কার্যক্রমে আরও বেশ কিছু অসুবিধা হতে পারে। একটি প্রধানহীন সংস্থাকে বেশি দিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটাররা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কারণ তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প বা প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

যদিও ধারা ২০ শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট শ্রেণীর নির্বাচিত সদস্যের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তবে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে তফসিলি শ্রেণীর সদস্য উপলব্ধ থাকলেও তাকে রাখতে হবে

মনে রাখবেন যে একমাত্র সংরক্ষিত শ্রেণীর সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকি ছয় সদস্যের সমর্থন ভোগ করেন না। যদি একমাত্র সংরক্ষিত শ্রেণীর সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকি ছয় সদস্যের সমর্থন ভোগ না করেন, তাহলে নিয়মিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং মতপার্থক্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটি একটি সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হবে যার মধ্যে সদস্যদের কাজ করতে হতে পারে। এই ধরনের অকার্যকর পরিস্থিতি এড়াতে, নির্দিষ্ট শ্রেণীর একজন সদস্যকে কো-অপ্ট করার বিকল্পটি কার্যকর হতে পারে।

প্রধান নির্বাচনের বিষয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখে প্রিজাইডিং অফিসারের তার দায়িত্ব এড়ানো উচিত নয়। পঞ্চায়েতের সমস্যার সমাধানও এটি নয়। এই ধরনের অবস্থান বেশি দিন ধরে চলতে দেওয়া উচিত নয়। এটাও আশা করা যায় না যে একমাত্র সংরক্ষিত শ্রেণীর নির্বাচিত সদস্য তার রাজনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তন করে অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগ দেবেন। যদি শীঘ্রই কোনও ব্যবস্থা তৈরি না করা হয়, তাহলে সমস্যাটি টিকে থাকবে।

উপরে উল্লেখিত সমস্যাটির মুখোমুখি হওয়া এই মামলাটি হয়তো একমাত্র নয় যেখানে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। আরও বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত একই রকম সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। রাজ্য সরকারের উচিত নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যদি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তবে অনুসরণ করতে পারে। আদালতের পক্ষে সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সূত্র তৈরি করা ঠিক নাও হতে পারে। সঙ্কট শেষ করার জন্য রাজ্য সরকারের নির্বাহী স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগকে উপরে বর্ণিত আলোচনার আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং সহায়ক নির্দেশিকা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়ে তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে যাতে যদি সম্ভব হয় তবে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই একই নীতিমালা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এই বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিন্তু ইতিবাচকভাবে এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে।

প্রিসাইডিং অফিসার প্রধানের নির্বাচনের জন্য পদক্ষেপ নেবেন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে।

রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে ।

কোনও খরচ নেই।

এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত পক্ষগুলিকে বা তাদের আইনজীবীদের রেকর্ডে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি, অমৃতা সিনহা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal